বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

University Teachers' Network

utnbd2020@gmail.com

বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে রূপান্তরের রূপরেখা প্রস্তাব বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য

আমরা একটা ভয়ংকর সময় পার করছি। একই সঙ্গে আমরা একটা অসাধারণ সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাময় সময়ও পার করছি। আমরা ভয়ংকর দমন-পীড়ন দেখছি, আমরা অসাধারণ প্রতিরোধও দেখছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, নারী-পুরুষ-শ্রমজীবী-পেশাজীবী-শিক্ষার্থী-শিক্ষক—সকলের ওপর আক্রমণ চলছে। এই আক্রমণের ফলে সংবাদ মাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী গত ১৬ জুলাই থেকে প্রায় তিনশর কাছাকাছি মানুষ শহীদ হয়েছেন সরকারি দল ও তার অঙ্গ সংগঠনের সশস্ত্র ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গুলিতে। এই নিহতের কাতারে কে নেই! আছেন শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোর, শ্রমজীবী মানুষ, সাংবাদিকরা। গণঅভ্যুত্থান আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু মাত্র ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে এতো প্রাণহানি বাংলাদেশ আর কখনও দেখেনি।

এই ভয়ংকর নিপীড়নের বিপরীতে অসাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শিক্ষার্থীরা। শত নিপীড়ন ও প্রলোভন সত্ত্বেও তাদের ঐক্য অটুট। সরকার এবং তাদের গুণ্ডাবাহিনীর অব্যাহত নারকীয় আক্রমণের পরও এ প্রতিবাদ বন্ধ হয়নি। প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাবলিক-প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, স্কুল-কলেজ একাকার হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক একাকার হয়েছে, পেশাজীবী-শ্রমিক একাকার হয়েছে, নারী-পুরুষ, সমতল-পাহাড় একাকার হয়েছে, সারা বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের মানুষ এখন একটা মুক্ত বাংলাদেশের জন্য লড়াই করছে।

আজকে আর এ আন্দোলন কেবল কোটা-সংস্কারের প্রশ্নে আটকে নেই, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী-জনতার এক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবি আজ গুলি, হত্যাযজ্ঞ, হামলা, গণগ্রেফতার বন্ধ, আটক শিক্ষার্থী-জনতার মুক্তি, কারফিউ প্রত্যাহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া ও অসংখ্য শিক্ষার্থী-জনতাকে হত্যার দায়ে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের এক দফায় এসে ঠেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক শিক্ষার্থীদের সকল দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে এই স্বৈরাচারী সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করছে।

তারপরও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি এবং আমাদের শিক্ষার্থীরাও একমত হবেন যে, কেবল শেখ হাসিনা ও তার সরকারের পতন বাংলাদেশের মুক্তি আনবে না। পুনঃপুনঃ স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বেড়ে ওঠা বন্ধ করবে না। কারণ আমাদের সংবিধানের মধ্যেই একব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বিকাশের সুযোগ লুকায়িত আছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র বেদখল হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধকে পুনরুদ্ধার করতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের নাম নিয়ে কিংবা না-নিয়ে লুটপাট, অন্যায়, দুর্নীতি, প্রাণ-প্রকৃতি বিধ্বংসী 'উন্নয়নে'র মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনগণের ওপর আক্রমণ আর চলবে না।

মুক্তিযুদ্ধকে জনগণের হাতে ফেরত নিয়ে আসতে হবে যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় রাষ্ট্রের বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রূপান্তর করা যায়। যে রুটি-রুজির বৈষম্যের প্রশ্নে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাদের দেখানো পথেই বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করতে হবে। এই বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রূপান্তর কীভাবে হবে সে আলোচনাই এখন মুখ্য। এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন জন-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে এক নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। সংগ্রামরত শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলনকারী শিক্ষক, পেশাজীবী, শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিক সংগঠন, নারী সংগঠন—সকলকে সম্মিলিতভাবে এই নতুন বন্দোবস্ত বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। সকল অন্তর্ঘাত পরাজিত করে এই যাত্রা অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে হবে। শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রূপান্তরের যাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমরা আজ একটি রূপরেখা হাজির করছি।

কয়েকটি ধাপে এই পদত্যাগ ও গণতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এ বিষয়ে ঘোষণা পাঠ করবেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

রূপরেখা:

১। অবিলম্বে শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের মূল শক্তিগুলোর সম্মতিক্রমে, নাগরিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষক, বিচারপতি, আইনজীবী ও নাগরিক সমাজের অংশীজনদের নিয়ে একটি জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-শ্রেণির অন্তর্ভুক্তিমূলক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই সরকারের সদস্য নির্বাচনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। এই সরকারের কাছে শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগ করবে।
২। শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের মূল শক্তিগুলোর অংশীজনদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে সর্বদলীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ নাগরিকদের নেতৃত্বে একটি ছায়া সরকার গঠিত হবে। তারা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, যেন দেশে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হয় এবং এই গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত দাবি 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পথে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের ছায়া সরকার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অব্যাহত থাকতে পারে।
৩। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো পালন করবে সেগুলো হলো:
ক. জুলাই হত্যাকাণ্ড এবং জনগণের ওপর নৃশংস জোরজুলুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য জাতিসংঘের সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে।
খ. সাম্প্রতিক সময়ে করা মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক ও হয়রানিমূলক মামলা বাতিল করবে এবং এসব মামলায় আটক সবাইকে মুক্তি দিবে।
গ. সরকার গঠনের ৬ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান সভা (কনস্টিটিউশনাল এসেম্বলি) গঠনের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। নির্বাচিত সংবিধান সভা এমন এক গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রস্তাব করবে যে সংবিধানে স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, জনবিদ্বেষী, বৈষম্যমূলক কোনো ধারা থাকবে না। সেই সংবিধানের ভিত্তিতে সরকার অবিলম্বে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করবে।
৪। শিক্ষার্থী-নাগরিকদের অভ্যুত্থানের মূল শক্তিগুলোর মধ্যে সংলাপের ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করতে হবে যেখানে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মেলবন্ধনে জনগণের বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার পথ নির্দেশ করা হবে।
৫। আমাদের প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, মূল অংশীজনের তালিকা প্রণয়ন এবং শিক্ষার্থী জনতার ছায়া সরকার গঠনের প্রয়োজনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক যেকোনো দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত। এ রূপরেখা একটি প্রাথমিক প্রস্তাব মাত্র, প্রয়োজনে এ প্রস্তাবকে আরও বিস্তৃত করার জন্য আমরা ভবিষ্যতে কাজ করতে আগ্রহী।

সবশেষে বলতে চাই, আমাদের ইতিহাস মনে রাখতে হবে—আমাদের ইতিহাস শুধু মার খাওয়ার ইতিহাস নয়, আমাদের ইতিহাস প্রতিরোধেরও ইতিহাস, নতুনত্ব নির্মাণেরও ইতিহাস। সেই ইতিহাস নির্মাণে শিক্ষার্থীদের সাথে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে ভূমিকা পালন করব।

[বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষে ৪ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ১২টায় ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটির সাগর-রুনি সভাকক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে পঠিত লিখিত বক্তব্য।]